## সা ত দি ন

**৩ সেপ্টেম্বর :** নির্বাচন কমিশন ৮১টি রাজনৈতিক দলকে প্রতীক রবাদ্দ দিয়েছে।

প্রশাসনকে সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিক ও জনকল্যাণে সহায়ক করার অঙ্গীকার নিয়ে জাতীয় পার্টির মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু দলের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন।

**৪ সেপ্টেম্বর :** প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, দায়িত্ব ত্যাগের পর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টা ১ বছর এবং তত্ত্বধায়ক সরকারের আমলে সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতাকে বিশেষ নিরাপত্তা দেয়া হবে।

ঠাকুরগাঁও সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে ৩ বাংলাদেশী নিহত।

**৫ সেপ্টেম্বর :** নেত্রকোনায় ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে লাগাতার হরতাল এবং ভোলায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির একইস্থানে সভা আহ্বানকে কেন্দ্র করে ১৪৪ ধারা জারি।

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এশিয়ান টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি।

**৬ সেপ্টেম্বর :** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫১২টি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর প্রার্থী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯৯ আসনে ১৯১২ জন।

দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ। পাসের হার ২৬.১১%।

**৭ সেপ্টেম্বর:** সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ার অঙ্গীকার দিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দলের ৩২ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন।

সারা দেশে রিটার্নিং অফিসারগণ প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করেন।

**৮ সেপ্টেম্বর :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে বাগেরহাট গ্রুপকে বিতাড়িত করে মাদারীপুর-শরিয়তপুর গ্রুপ এসএম হল দখল করে নিয়েছে।

ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করা হয়েছে।

**৯ সেপ্টেম্বর :** সুশাসন ও গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনসহ বিভিন্ন অঙ্গীকার নিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন।

ছাত্র ধর্মঘটের ফলে সৃষ্ট অচলাবস্থা ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

# নির্বাচনী ইশতেহার প্রতিশ্রুতির ঝুঁড়ি

**জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে রয়েছে নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি। অথচ অনেক প্রতিশ্রুতি ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় তারা বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেয়নি। জনগণের সাথে তারা করেছে প্রতারণা... লিখেছেন জয়ন্ত আচার্য**

জমে উঠছে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার অভিযান। দুই নেত্রী এখন ব্যস্ত মাঠ পর্যায়ে প্রচারণায়। ইতিমধ্যে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে। জনগণকে দিয়েছে নানা ধরনের অঙ্গীকার। ভোটারদের আকৃষ্ট করতে নির্বাচনী ইশতেহারে রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিশ্রুতির ঝুড়ি তুলে ধরেছে। অথচ প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থেকেও এসব প্রতিশ্রুতির অনেকটাই পূরণ করেনি।

গত ৯ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ ২১ দফার নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ একটি আধুনিক দক্ষ দুর্নীতিমুক্ত ও দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে আবারও দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের কথা বলেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে শিক্ষিত দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে





তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কৃষি ও শিল্পের বিকাশের ওপর দিয়েছে গুরুত্ব। আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে সকল বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলকে জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কোরান ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না ঘোষণা করেছে। আবারও দিয়েছে বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথকীকরণের প্রতিশ্রুতি।

নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছে, ৫০ বছরের জন্য দেশের চাহিদানুসারে গ্যাসের মজুদ নিশ্চিত করে উদ্বৃত্ত গ্যাস রাপ্তানির বিবেচনা করা। দিয়েছে বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি।

বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও ধর্ষণের মত অপরাধ দমন করে দেশকে বসবাসযোগ্য করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছে।

দুর্নীতি দমনের জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান করার অঙ্গীকার করেছে। দিয়েছে ন্যায়পাল গঠনের অঙ্গীকার। রেডিও-টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন দেয়ার কথা বলেছে। শিল্প ও বাণিজ্যে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার কথা বলেছে। সকল বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলকে সরকারিকরণ করার কথা বলেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারসহ সকল অধিকার সমুন্নত রাখার কথা বলা হয়েছে।

এরশাদ ও চরমোনাই পীরের নেতৃত্বাধীন ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে শরীয়াহ বোর্ড ও বিচার বিভাগের শরীয়াহ বেঞ্চ গঠনের অঙ্গীকার করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে অধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী

*খাদেম সরকারসহ পুলিশ হেফাজতে জিন হুজুর*

শিক্ষার সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়েছে। তবে নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী তার নির্বাচনী ইশতেহারে এদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার কথা বলেছে। দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাম গণতান্ত্রিক ১১দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সন্ত্রাস ও দারিদ্র্য বিমোচনের দিয়েছে প্রতিশ্রুতি। প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল আগামীতে হরতাল না করার কথা বললেও নির্বাচনী ইশতেহারে তারা উল্লেখ করেনি। বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে পাঁচশ আসনে সংসদের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিটি রাজনৈতিক দল দিয়েছে প্রতিশ্রুতির ঝুড়ি। জনগণ সন্দিহান ক্ষমতায় গিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো কি এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবে, নাকি তারা অতীতের মত আবারও প্রতারিত হবে।

# জিন হুজুর

সমাজের বেশির ভাগ মানুষ সহজ-সরল। আর এই লোকগুলোই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে প্রতারিত হচ্ছে সমাজের টাউটদের কাছে। যুক্তিতর্ক এই মানুষগুলোর কাছে মূল্যহীন। তারা লতা-পাতার মতো অবলম্বনহীন। সহজেই কোনো টাউট-বাটপারের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কারও দৈব ক্ষমতা আছে শুনলে কোনো কিছু বিচার না করেই তাকে লতার মতো পেঁচিয়ে ধরে। সাভারের ধামসোনা ইউনিয়নের নলাম গ্রামের এমনি এক টাউট পীর জিন হুজুর নামধারী ফজলুর রহমানের প্রতারণার শিকার সমাজের সব স্তরের মানুষ।

পীর ব্যবসা নয়, জিন হুজুর এক বিরাট চোরাকারবারি। ১৯৯৯ সালে এই ভন্ড হুজুর তার খাদেম হারুন-অর-রশীদকে নিয়ে পাথরের মূর্তি (পুরাকীর্তি) বিদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে মূর্তিসহ ফরিদপুরের একটি হোটেলে অবস্থানকালে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে ফরিদপুর থানায় একটি মামলা দায়ের হয়, যার নম্বর ৩২ তাং ১৬/১০/৯৯ ইং ধারা ১৯৭৪ ইং সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (খ) দন্ডবিধি।

গত ১ সেপ্টেম্বর জিন হুজুর দ্বারা প্রতারিত কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া এলাকায় ব্যবসায়ী আলহাজ আব্দুর রশিদ আহাম্মদ চৌধুরী আমাদের (সাপ্তাহিক ২০০০) রিপোর্টার জাকির হাসানের কাছে প্রতারণার সব ঘটনা খুলে বললে তিনি ব্যাপক অনুসন্ধানের পর মানবাধিকার কর্মী অ্যাডভোকেট বিলকিস ফাতেমা (জীবলু)কে সাথে নিয়ে গত ৫ সেপ্টেম্বর সাভার থানার ওসি শফিকউল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন এবং রাতেই হারুন-অর-রশীদ বাদী হয়ে ফজলুর রহমান চিশতীর (জিন হুজুর) নামে এজাহার দায়ের করেন।

১৫ বছর ধরে কোনোরকম বিপদের সম্মুখীন না হয়েই চালিয়ে যাচ্ছিলেন একের পর এক অপরাধমূলক কান্ড। মামলা দায়ের হওয়ায় বুধবার রাতে গ্রেপ্তার হয় দু'সহযোগীসহ জিন হুজুর। আর তাতেই খোলাসা হয়ে গেছে সব। তার আসল কেরামতি যৌন ব্যবসা আর প্রতারণা। পুলিশ দু'শতাধিক কনডমসহ যুগল ন্যুড ছবি উদ্ধার করেছে। সেই সাথে উদ্ধার করেছে একই হুজুরের ছবিসহ তিন নামের ৩টি পাসপোর্ট, বিভিন্ন পদের ভিজিটিং কার্ড, ম্যাগনেট জাতীয় মুদ্রা, ১২১টি নকল গহনা ও পাথর। এলাকাবাসী জানান, জিন হুজুর সৌদি আরব, নেপাল, ভুটান, বার্মা ও ভারতে অহরহ যাতায়াত করে থাকেন এবং চোরাচালানি, অস্ত্র ব্যবসাসহ বড় বড় টপটেররদের সঙ্গে তার রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। কক্সবাজারের রশিদ আহাম্মদ চৌধুরীর বাসায় কাজের মেয়ে হারিয়ে যাওয়ার পর দালালযোগে জিন হুজুরের শরণাপন্ন হন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অজুহাতে ১ লাখ ৫২ হাজার টাকা এই প্রতারক তার কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে। এ নিয়ে পুলিশ এবং গোয়েন্দারাও এখন তৎপর রয়েছে। প্রতারক জিন হুজুর ওসির সামনে স্বীকার করেছে তার হেফাজতে বিদেশী মুদ্রা, স্বর্ণালঙ্কার, কষ্ঠিপাথরের মূর্তি, সীমানা নির্ধারণী ম্যাগনেটের পিলার ও বাঘের চামড়া রয়েছে।

এছাড়া কক্সবাজারের আল-আমীন মাদ্রাসা ও ধামরাইয়ের কাশিমুল উলুম বালিকা মাদ্রাসার নামে চাঁদা আদায় করে আসছিলো। যার কোনো হিসাব সে পুলিশকে দিতে পারেনি। এসব অবৈধ উপার্জন দিয়ে সে নিজ নামে-বেনামে গড়ে তুলেছে সম্পদের পাহাড়।

মানিকগঞ্জের জাবড়া গ্রামের পৈতৃক বাড়িসহ সাভারের ৪টি বাড়ি এবং উত্তরার ১টি বাড়িসহ মোট ৬টি বাড়ি তার রয়েছে।

জানা গেছে, জিন হুজুর অবলা সুন্দরী মেয়েদের পছন্দ মতো সন্তান, বন্ধা মেয়েদের বাণ খুলে দেয়ার নাম করে তাদেরকে সুকৌশলে ভোগ করে থাকে। তার রোগী দেখার রেজিস্ট্রার খাতা থেকে জানা যায়, চার্জশিটে নাম বাতিল, কামশক্তি পুনরুদ্ধার, গার্জিয়ানের কথা মতো প্রেম বিচ্ছেদ, প্রেমিকাকে ফিরে পাওয়া, পিতার সম্পত্তিতে সব ওয়ারিশানদের ঠকিয়ে নিজের একচ্ছত্র মালিকানা– এরকম বিভিন্ন ব্যাপারে সে তদবিরের নামে সহজ-সরল লোকদের লাখ লাখ টাকা আত্মসাত করেছে।

কক্সবাজারে ঘন ঘন যাতায়াত করে দরবেশের ছদ্মবেশে। পুলিশের কাছে সে তার মুরিদ হিসেবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি আমলের বেশ কিছু মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করে।

এতকিছুর পরও রহস্যজনকভাবে সে সাভার থানার মামলা নম্বর ৯, তাং ৫/৯/০১ ইং ধারা ৪০৬ ও ৪২০ মামলায় ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে পরদিন ৬ সেপ্টেম্বর জামিনে মুক্তি পায়।

*সাভার থেকে* **জাকির হাসান**

# অমলেন্দু প্রশান্তর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা

**নির্বাচনকে সামনে রেখে ইউপিডিএফ প্রচুর অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছে– এসব নির্বাচনের সময় ব্যবহার করবে এমন আশঙ্কা পুলিশ কর্মকর্তাদের... লিখেছেন চট্টগ্রাম থেকে সুমি খান**

*রাঙ্গামাটির কাউখালী থেকে জার্মানির তৈরি একে-৪৭ রাইফেলসহ গ্রেপ্তারকৃত ইউপিডিএফ-এর দুই সদস্য অমলেন্দু চাকমা ও প্রশান্ত জয়ী চাকমা*

'ওরা (প্রসিত-সঞ্চয়) তো জিম্মি করে রাখে, পুলিশের হাতে ধরা পড়লে হয়তো একদিন মুক্তি পাবো' শঙ্কিত এবং আবেগপূর্ণ স্বরে অমলেন্দু চাকমা (২৫) বলতে থাকে– 'আমার বৌ লিনু (২২), ছেলে সৌখিনকে (১০ মাস) হয়তো আবার দেখবো, ফিরে যাবো গ্রামে। কিন্তু আমার এ কথাগুলো ওদের বলে দিলে শত্রু হবো।'

গত ৪ সেপ্টেম্বর ভোরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও রাঙ্গামাটির কাউখালী থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে পশ্চিম জার্মানির তৈরি একটি একে-৪৭ পয়েন্ট (২২ বোর), আমেরিকার তৈরি ১টি লং রাইফেল (পয়েন্ট টু টু বোর), ১টি এলজি, ৮৫ রাউন্ড গুলি ও ২টি ম্যাগাজিনসহ অমলেন্দু চাকমা ও প্রশান্ত জয়ী চাকমাকে গ্রেপ্তার করে নানিয়ারচর শুকনাছড়ি কাশবনের আন্ডারগ্রাউন্ড ইউপিডিএফ ক্যাম্প থেকে। ৬ জন ইউপিডি এফ সদস্য পালিয়ে যায় বলে জানা যায়। রয়ে যায় দু'জন নতুন সদস্য।

চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এই দু'জন এবং অত্যাধুনিক অস্ত্র, গুলিসহ প্রদর্শিত হয় গত ৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে। প্রসিত-সঞ্চয় গ্রুপ অমলেন্দুকে ২ মাস আগে এবং প্রশান্ত জয়ীকে গত ২৮ আগস্ট ধরে নিয়ে জিম্মি করে রাখে বলে তারা এই প্রতিবেদককে জানায়। প্রশান্ত বলে, রাসেল চাকমা আমাকে জোর করে ধরে ইউপিডিএফের সদস্য করে। সবাইকে তো এই ৬ দিনে চিনতে পারিনি। তবে ওদের বলেছিলাম 'তোরা এভাবে ধরে নিতে পারবি না।'

জেএসএস জনসংহতি সমিতির সাবেক সদস্য প্রশান্ত শান্তিচুক্তির সময় অস্ত্র সমর্পণকালে তার থ্রি নট থ্রি জমা দেয়। জেএসএস-এর সদস্য হিসেবে প্রশান্ত খাগড়াছড়ির লারমাপাড়ায় ছিল বলে জানায়। সেই সময় প্রশান্ত ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিল। কিশোর প্রশান্ত আশায় বুক বাঁধে সে মুক্তি পাবে, খুব শীগগির ফিরে যাবে মায়ের কাছে। এবার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছে ইউপিডিএফ নির্বাচনে অংশ নেবে বলে। ফলে নির্বাচনকে সামনে রেখে ইউপিডিএফ প্রচুর অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছে– এসব নির্বাচনের সময় ব্যবহার করবে এমন আশঙ্কা পুলিশ কর্মকর্তাদের। উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলোর মধ্যে ১টিতে লেখা রয়েছে Carl Walther Waife-10 Fabrik Ul M/oo Made in

# বিবিটিটি'র মোবাইল ফোন

টিএন্ডটি মোবাইল ফোন দিচ্ছে। এ ধরনের একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে বহুদিন ধরে। এই গুঞ্জনকে কাজে লাগিয়ে টিএন্ডটির অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী গ্রাহকদের কাছ থেকে আগাম বুকিং নিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন অনেকে। কিন্তু মোবাইল ফোনের খবর কি? টিএন্ডটি প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, টিএন্ডটি মোবাইল ফোনের টেন্ডার গ্রহণ করেছে গত ফেব্রুয়ারিতে। এখনও টেন্ডার পাস হয়নি। আপাতত মোবাইল প্রজেক্ট স্থগিত রয়েছে। নতুন সরকার এলে আবার এর প্রক্রিয়া চালু হবে।

বাংলাদেশ ব্রডকাস্টিং টেলিফোন এন্ড টেকনোলজি প্রাইভেট লিঃ (বিবিটিটি) ২৫ হাজার মোবাইল ফোন দিচ্ছে। সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা নিয়ে বিবিটিটি গত ৫ সেপ্টেম্বর একটি ত্রিপক্ষীর চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির অন্য একটি কোম্পানি হচ্ছে জাপানের স্টারকম। তারা বিবিটিটির মোবাইল ফোনের সেট সরবরাহ করবে বলে জানা গেছে। চুক্তি অনুযায়ী বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ২.৫ মিলিয়ন ডলার।

বিবিটিটি তাদের সিদ্দিকবাজার এক্সচেঞ্জ থেকে ৫ কি.মি ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের মোবাইল ফোন দিচ্ছে। সারা দেশে এর বিস্তৃতি ঘটবে আটটি পর্যায়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে অক্টোবর থেকে ২৫ হাজার মোবাইল নিয়ে বিবিটিটি যাত্রা শুরু করছে। সোশ্যান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর নজরুল ইসলাম ২০০০কে জানান, তারা প্রথম পর্যায়ে বিবিটিটির সঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। এ পর্যায়টি সাফল্যজনকভাবে শেষ হলে বাকি সাত পর্যায়ে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও তাদের রয়েছে।

বিবিটিটি সূত্রে জানা যায়, প্রতিটি সেটের মূল্য হবে ১০০ থেকে ৩০০ ডলার। এছাড়া সিকিউরিটি মানি ৪ হাজার টাকা, সংযোগ ফি ১২ হাজার এবং রয়ালিটি লাগবে ১ হাজার টাকা। বিল সংক্রান্ত বিষয়ে তারা জানান, প্রতি তিন মিনিট ২ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি মিনিট হবে ৫০ পয়সা। লাইন রেন্ট দিতে হবে ২০০ টাকা। বিলের টাকা জমা নেবে সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের সব শাখায়।

বিবিটিটি মোবাইল ফোন বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দিলেও সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। তবে তারা অক্টোবরের মধ্যেই গ্রাহকদের হাতে মোবাইল পৌঁছাতে পারবে বলে জানা গেছে।

মোবাইল ফোনের চাহিদা দেশে বাড়ছে। জনগণের হাতে মোবাইল ফোনের সেবা পৌঁছে দিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্যোগী হলেও সরকারি সংস্থা টিএন্ডটি এখনও মোবাইল ব্যবসায় পিছিয়ে রয়েছে। টেলিযোগাযোগের প্রসার খাতে বিবিটিটি নতুন মোবাইল ফোনের গ্রাহক সেবার নতুন মাত্রা যোগ করছে।

**জাকির হোসেন**

# শাহ্‌জালাল ব্যাংকের ১০টি আকর্ষণীয় প্রকল্প

গত ৯ আগস্ট শাহ্‌জালাল ব্যাংকের ২য় শাখার (মিটফোর্ড) উদ্বোধন করেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী। ঢাকা শেরাটন হোটেলের উইন্টার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের বরেণ্য ব্যাংকার, ব্যবসায়ী এবং সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত এই ব্যাংকটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সন্নিবেশে প্রগতিশীল ব্যাংকিং ধারা প্রবর্তনের অঙ্গিকার করেছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান সাজ্জাতু জুম্মা জানিয়েছেন, 'ব্যক্তি সমাজ, সমষ্টি ও জাতীয় অর্থনীতির সুষম উন্নয়নে অর্থপূর্ণ অবদান রেখে আমরা এগিয়ে যেতে চাই বহুদূর।'

শাহ্‌জালাল ব্যাংক তার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ১০টি আকর্ষণীয় প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পগুলো হলো–

**১. মিলিয়নিয়ার প্রকল্প:** জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা গড়ে তোলার জন্য মিলিয়নিয়ার প্রকল্প প্রণীত হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে মাত্র ৫৫০ টাকার মাসিক কিস্তিতে মোট ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা জমা করে মেয়াদ শেষে পাওয়া যেতে পারে দশ লাখ টাকা।

**২. টাকা দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রকল্প:** জনগণকে নিরাপদ সঞ্চয় করার সুযোগ দেয়ার জন্যই দ্বিগুণ বৃদ্ধি মুদারাবা আমানত প্রকল্প। এ প্রকল্পের অধীনে মাত্র ৬ বছরে আপনার টাকা দ্বিগুণ হবে।

**৩. মাসিক উপার্জন প্রকল্প :** চাকরিজীবীরা যখন অবসর গ্রহণ করে তখন তাদের সঞ্চিত টাকা ব্যাংকে রেখে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা গ্রহণ করে সংসারের নৈমিত্তিক খরচ মেটানোর জন্যই এই প্রকল্প। এ প্রকল্পের অধীনে মাত্র ৫০ হাজার টাকা জমা দিয়ে প্রতি মাসে প্রায় ৫০০ টাকা মুনাফা পাওয়া যাবে।

**৪. মাসিক আমানত প্রকল্প:** মাসিক আমানত এমন একটি প্রকল্প যেখানে মাসিক কিস্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে একটি আকর্ষণীয় পরিমাণ অর্থ-লাভের জন্য সঞ্চয় গড়ে তোলা যাবে। এ প্রকল্পের অধীনে মাত্র ৫০০ টাকার মাসিক কিস্তিতে দশ বছরে মোট ৬০ হাজার টাকা জমা দিয়ে প্রায় ১ লাখ ১৮ হাজার টাকার মালিক হওয়া যাবে।

**৫. হজ ডিপোজিট প্রকল্প :** এই প্রকল্পের অধীনে তারা মাত্র ৩ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে তাৎক্ষণিকভাবে পবিত্র হজব্রত পালন করতে পারবেন।

### শাহ্‌জালাল ব্যাংকের কার্যক্রমের ক্ষেত্র সমূহ

- আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থায়ন
- শিল্প বিনিয়োগ
- বাণিজ্যে বিনিয়োগ
- কর্পোরেট ব্যাংকিং
- রিটেল ব্যাংকিং
- সিন্ডিকেট বিনিয়োগ
- প্রকল্প বিনিয়োগ
- কিস্তিতে বিক্রয়
- ইজারা বিনিয়োগ
- ফোন ব্যাংকিং
- অনলাইন ব্যাংকিং
- এটিএম সুবিধা
- ইসলামী ক্রেডিট কার্ড

**৬. প্রবাসীদের জন্য সেবা প্রকল্প:** প্রবাসী বাংলাদেশী চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীগণ মাসে কম পক্ষে ৭০০ কোটি টাকা প্রেরণ করেন। এই অর্থদ্বারা তাদের বিভিন্ন সেবা (প্রকল্প/শিল্প, আবা-সিক স্কুল/কলেজ, কারিগরি প্রতিষ্ঠান, ফ্ল্যাট নির্মাণ, প্রবাসী প্রকৌশলী/চিকিৎসকদের সহায়তা ইত্যাদি) প্রদান করার জন্যই এই প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় প্রবাসীরা 'বিমানবন্দর থেকে বাড়ি পর্যন্ত' সর্বপ্রকার সেবা পাবেন।

**৭. কিস্তিতে গৃহসামগ্রী ক্রয়:** মধ্যবিত্ত লোকদের জন্য কিস্তিতে গৃহসামগ্রী, গাড়ি ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য এই প্রকল্প।

**৮. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিনিয়োগ প্রকল্প:** বিভিন্ন শপিং সেন্টারের স্থায়ী দোকান মালিকগণ যারা সুনামের অধিকারী, যাদের বেচাকেনা সন্তোষজনক অথচ মূলধনের অভাবে স্টক বাড়াতে পারছেন না– তাদের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য এই প্রকল্প। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এই প্রকল্পের অধীনে জামানতবিহীন বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারবেন।

**৯. মহিলাদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প:** মহিলাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার জন্য এই প্রকল্প। মহিলাবৃন্দ এ প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হতে পারেন।

**১০. আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প:** দেশের বিপুল বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম করা এবং ব্যবসা বাণিজ্যে তাদের উদ্যোগী করাই এ প্রকল্পের লক্ষ্য।

**বদরুল আলম নাবিল**

---

W. Germany Ak.47-Cal 22 অন্যটিতে Long Riple Made in U.S.A) লেখা এবারে একে-৪৭ অনেক ছোট এবং হাল্কা, যা আগে কখনো উদ্ধার হয়নি বলে চট্টগ্রামের পুলিশ কর্মকর্তাদের অভিমত। রাঙ্গামাটির এসপি হুমায়ূন কবির সাংবাদিকদের জানান, রাঙ্গামাটির গহিন অরণ্যে প্রচুর অবৈধ অস্ত্র আছে, সেসব উদ্ধারের অভিযান তারা অব্যাহত রাখবেন।

সূত্রে প্রকাশ, রাঙ্গামাটির কাউখালীর গহীন অরণ্যে ১০টিরও বেশি ইউপিডিএফ ক্যাম্প এবং অস্ত্র তৈরির কারখানা রয়েছে। এই কারখানাগুলো 'মেডিক্যাল' হিসেবে পরিচিত বলে জানা যায়। এসব কারখানায় জেনারেটর দিয়ে কাজ চলে। এখানকার একজন কারিগরের নাম সম্রাট চাকমা। এখানে রাইফেল, এলজি, কার্তুজসহ অনেক অস্ত্র তৈরি হয়।

অমলেন্দু বলে 'ভাত খাওয়ানোর জন্যে লিস্ট তৈরি করতাম, আমার কাজ ছিল ভাত খাওয়ানো। আমার এ কথাগুলো বলে দিলে প্রসিত-সঞ্চয় ছাড়বে না' ওদের শত্রু হবো আমি।' পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সদস্য অমলেন্দুর ধারণা ইউপিএডএফ নেতা প্রসিত বরাবরই চট্টগ্রামে থাকে। প্রশান্ত চাকমা জেএসএস-এর সদস্য থাকাকালে তার নেতা ছিল তরুণ চাকমা। ১ বছর সে জেএসএস-এ কাজ করে এসএসসি, সিআরই চালানো শিখেছে ১ সপ্তাহ সময়ে। তিন বিদেশী অপহরণের সময় সে বাড়িতেই ছিল বলে জানায়। চন্দ্র শেখর চাকমা, জ্ঞান চাকমা তাকে অস্ত্র চালনার কৌশল শিখিয়েছে। এসএসসি দেয়া হয়নি এজন্যে ভীষণ দুঃখ তার। ইউপিডিএফ-এর ১০টিরও বেশি ক্যাম্পের মধ্যে কয়েকটির নাম এবং দলনেতার নাম জানা যায়। এসব ক্যাম্পে ৫০/৬০ জন করে থাকে। পুলিশ/আর্মির অপারেশন হবে খবর পেলেই পালিয়ে যায়।

উদলবাগান ক্যাম্প (লেফাপাড়া গ্রাম) নেতৃত্বে রবি চাকমা, শুকনাছড়ি, কাশবন (সেনাবাহিনী পুড়িয়ে দেয়)। নিলয় চাকমা, শিমুলতলী বর্মাছড়ি ক্যাম্পের নেতৃত্বে ইমন চাকমা, এছাড়া কাঁঠালবাগান ক্যাম্প, সমদ-নানিয়া চর ক্যাম্পসহ আরো কয়েকটি ক্যাম্প রয়েছে যেসব বারবার স্থান বদলায় কিন্তু নাশকতামূলক কাজ ঠিকই চালিয়ে যায় বলে সূত্রে প্রকাশ।

এসব ক্যাম্পে সাধারণত যেসব অস্ত্র কেনা-বেচা হয় এসবের মধ্যে একে-৪৭ ২ লাখ টাকা থেকে ৩০ লাখ টাকায়, চায়নিজ রাইফেল ২ লাখ টাকা, পয়েন্ট টু টু বোর রাইফেল ২৫ থেকে ৫০ হাজার টাকায় বিকিকিনি হয়। এবারের অভিযানের আগে কাশবন নতুন ক্যাম্পে ৫/৬টি পয়েন্ট ২২ রাইফেল ও ১টি চায়নিজ রাইফেল ছিল। ৬ জন ইউপিডিএফ নেতা পালাতে সক্ষম হয় বলে সূত্রে প্রকাশ। এরা হলো মূল কমান্ডার তরুণ চাকমা, নিলয় চাকমা, সুগত চাকমা, ওস্তাদ, অচিংমারমা, নয়ন মারমা। এরা পালানোর সময় অস্ত্র নিয়েছে কিনা নিশ্চিত নয়। তবে পূর্বদিকে পালিয়েছে বলে সূত্রে প্রকাশ।

অমলেন্দু এবং প্রশান্তকে তাদের বাড়ি থেকে জোর করে ধরে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসের কাজে ব্যবহারের জন্যে জিম্মি করা হয়েছে বলে তারা জানায়। তবে তাদের আশা, তারা হয়তো খুব শিগগির মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে যাবে।